সাগর ও সম্রাট

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

লেখকের নিবেদন

প্রোজ্জ্বল মনীষা এবং প্রগাঢ় সমাজ হিতৈষণার নিরিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় নবজাগরণের দুই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব—ব্যতিক্রমী চরিত্রও বটে। বাংলা ভাষা এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের সাবালকত্ব অর্জনের সাধনায় তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাঁদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে উচ্চনীচতা সেটা অপরিমেয়। বঙ্গদেশের সমাজকে সম্পূর্ণ নতুন সংহত বস্তুনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত জীবন দর্শনে দীক্ষিত করার যে প্রয়াস ও সাধনা উনিশ শতকে সূচিত হয়েছিল সেক্ষেত্রে এই দুই মনিষীর অবদান বিস্ময়কর। এঁদের একজনকে বিদ্যার সাগর এবং অন্যজনকে সাহিত্য সম্রাট হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে। অবশ্যই এই দুইটি পরিচয়ের মধ্যে তাঁদের সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বাংলার নবজাগরণে এঁদের ভূমিকা বহুমুখী।

বর্তমান গ্রন্থে এঁদের দুজনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। দুজন প্রায় সমসাময়িক—বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সাল এবং বঙ্কিমের জন্ম ১৮৩৮ সাল। এঁদের একজনের প্রতি অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা এঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিষয়টি বির্তকিত। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্গিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন, He is only Primer Maker—তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন বইতো নয়।" এখানে প্রশ্ন থেকেই যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যিই বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে স্বীকার করতেন না? তিনি কি সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গেছেন? উক্ত বিষয়ের আলোচনা সচেতনভাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তু করা হয়নি।

গ্রন্থে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে, যাতে এঁদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একটা ধারণা দেওয়া যায়। এছাড়া গ্রন্থে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে;

(ক) এঁদের জীবনপঞ্জি;

(খ) এঁদের রচিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাবলির তালিকা;

(গ) এঁদের সম্পর্কে লেখা বিশিষ্টজনের গ্রন্থাদির তালিকা;

(ঘ) বিদ্যাসাগরের উইল-এর প্রতিলিপি।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি ভাবনাই সক্রিয় ছিল : বর্তমান সময়কালে নীতি নৈতিকতার আকালে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজভাবনা এবং জীবনের প্রায় সমস্ত বিষয় একান্তভাবে বাজারের চাহিদা জোগানের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, নিয়ন্ত্রিত না বলে আক্রান্ত বললেই সঠিক মানায়। তথাকথিত 'বিশ্বায়ন'-সৃষ্ট ভোগবাদের দাপটে এবং শিক্ষায় পেশাদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে ক্রমবর্ধমান অগ্রাধিকার প্রদানের ফলশ্রুতিতে মানবিক গুণ অর্জন, জ্ঞানার্জন, সমাজহিতৈষণা, সমাজসচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব, এই বিষয়গুলি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। এটা অবশ্যই একটি সভ্যতার সংকট। এই সংকটকালে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিকদের চিন্তা চেতনা ও কর্মকাণ্ড সংকট মোচনের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা আলো দেখাতে পারবে, পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

'সাগর' ও 'সম্রাট' সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ এবং এঁদের জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক তথ্যাদি গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য 'পুনশ্চ' প্রকাশনা সংস্থার অন্যতম প্রাণপুরুষ শ্রী সন্দীপ নায়েকের কাছে চিরঋণে আবদ্ধ রইলাম।

জানুয়ারি ২০১৬

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত
কলকাতা-৭০০ ০৯১

সূচিপত্র

অনন্য সাধারণ বিদ্যাসাগর / ১১

বিদ্যাসাগরের বংশ তালিকা / ১৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জি / ১৬

বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা এবং প্রগতি ভাবনার স্বরূপ / ২১

বিদ্যাসাগর ও রামমোহন : প্রসঙ্গ নারীর ক্ষমতায়ন / ২৫

বিদ্যাসাগরের ধার-দেনা / ২৮

নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত প্রমেথিউস-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর / ৩১

বিদ্যাসাগরের উইল / ৩৯

বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থাবলি / ৪৫

বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থাদি / ৪৭

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশ পরিচয় / ৫৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 'বঙ্গদর্শন' / ৬১

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস / ৭১

বঙ্কিমচন্দ্র, প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল? / ৭৮

বিতর্কিত কিন্তু অবিস্মরণীয় আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র / ৮৬

বঙ্কিম জীবনের ঘটনাবলি / ৯১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলির বর্ণানুক্রমিক সূচি / ৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জি / ১২৮

অনন্য সাধারণ বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা এবং মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসা নিয়ে উনবিংশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত। নবজাগরণের চারটি প্রধান উপাদান—আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, সমাজ সংস্কার এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যে আধুনিকতার সৃষ্টি। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদানের কাছে আমরা চিরঋণী। আমাদের ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারগ্রস্থ সমাজজীবনের যত অন্ধকার, বিদ্যাসাগর আলোর সারথি হয়ে সেখানে জ্ঞানের দীপশিক্ষা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। গণশিক্ষা প্রসারেও তাঁর অবদান অসামান্য। সারাজীবন তিনি শিক্ষা বিস্তার ও জনহিতকর কাজে নিজেকে সক্রিয় রেখেছেন।

বাঙালির নীতি নৈতিকতা তাঁর হাত ধরেই আধুনিক হবার এবং সেই সঙ্গে বিদেশি ভাবধারার অন্ধ অনুকরণকারী ও তল্পিবাহক না হবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে।

অপ্রতিরোধ্য বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে এবং স্ত্রীমুক্তির স্বার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শাস্ত্রের বেদবেদান্ত ঘেঁটে তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থনে সমাজকে উৎসাহী করেছেন এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে ইংরেজ শাসককে বাধ্য করেছেন।

যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার বিকাশে, আধুনিক শিক্ষার প্রসারে, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে এবং সমাজ সংস্কারের সূচনায় তিনি সেদিনের বাংলা ও বাঙালিকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

একবিংশ শতকেও তাঁর জীবনচর্চা এবং কর্মকাণ্ডের দিকে অবশ্যই ফিরে তাকানো জরুরি কর্তব্য বলে মনে করি।

কয়েকটি উক্তি :

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারিতে উজার হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে। স্বর্গ চাই না,... বারবার যেন ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম....এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদন :

"The man.....has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali Mother."

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

"...তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম , যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

বিদ্যাসাগরের বংশ তালিকা

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় + ভগবতী দেবী

১. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :**

জন্ম: ২৬.৯.১৮২০, বীরসিংহ গ্রামে (তদানীন্তন হুগলি জেলা, বর্তমান মেদিনীপুর)।

মৃত্যু : ২৯.৭.১৮৯১, কলকাতা।

বিবাহ : আনুমানিক ১৮৩৪।

+ দীনময়ী দেবী জন্ম : ১৫.১১.১৮২৯।

মৃত্যু : ১৬.৮.১৮৮৮ (কলকাতা)।

২. **দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন**

মৃত্যু : আ.১৮৮৮।

পুত্র গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মূর্খ ও মাতাল।

৩. **শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন**

জন্ম : আ. ১৮২৮।

মৃত্যু : আ. ১৯০৮।

৪. **হরচন্দ্র** (আ. ১২ বৎসরে মৃত্যু)।

৫. **হরিশচন্দ্র** (আ. ৮ বৎসরে মৃত্যু)।

৬. **ঈশানচন্দ্র** + এলোকেশী দেবী।

৭. **শিবচন্দ্র** (ডাকনাম ভূতো, শৈশবে মৃত্যু)।

৮. **মনোমোহিনী দেবী।**

৯. **দিগম্বরী দেবী।**

১০. **মন্দাকিনী দেবী।**

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর + দীনময়ী দেবী

১. **নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন**

জন্ম : ১৪.১১.১৮৪৯, মৃত্যু: মার্চ, ১৯২৩।

বিবাহ : ১১.৮.১৮৭০। + ভবসুন্দরী দেবী।

২. **হেমলতা দেবী**

মৃত্যু : আ. ১৯৩৪/৩৫, বিবাহ : জুলাই ১৮৬৭।

+ গোপালচন্দ্র সমাজপতি

মৃত্যু : ৪.২.১৮৭৩, কাশীতে কলেরায়।

৩. **কুমুদিনী দেবী**

মৃত্যু : আ. ১৯৩৪/৩৫

বিবাহ : জুন/জুলাই ১৮৭২ + অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪. **বিনোদিনী দেবী**

মৃত্যু : ১৯১৮

বিবাহ : ১৩.৭. ১৮৭৫

+ সূর্যকুমার অধিকারী।

জন্ম : ১৮৫৬,

মৃত্যু : ১৯২৬।

৫. **শরৎকুমারী দেবী**

মৃত্যু : আ. ১৯৩৪/৩৫

বিবাহ : এপ্রিল/মে ১৮৭৭

+ কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১. নারায়ণ বিদ্যারত্ন + ভবসুন্দরী দেবী

(ক) গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অল্পবয়সে মৃত্যু

(খ) মৃণালিনী

(গ) কুন্দমালা

(ঘ) মতিমালা মৃত্যু : ১৯৩৯

(ঙ) প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। হেমলতা দেবী + গোপালচন্দ্র সমাজপতি

(ক) সুরেশচন্দ্র (সম্পাদক : 'সাহিত্য') ১৮৬৯-১৯২১

+ নলিনী দেবী/রানি (ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা), নিঃসন্তান।

(খ) যতীন্দ্রনাথ ওরফে যতীশচন্দ্র, অবিবাহিত।

৩. কুমুদিনী দেবী + অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

(ক) যোগীন্দ্র
(খ) নগেন্দ্র
(গ) উপেন্দ্র
(ঘ) রাজারানি
(ঙ) হরিবালা
(চ) সুশীলা
(ছ) চারুশীলা

৪. বিনোদিনী দেবী + সূর্যকুমার অধিকারী

(ক) নলিনীবালা
(খ) সরযূবালা
(গ) সুকুমার
(ঘ) সরসীবালা
(ঙ) সুবোধ
(চ) সুনীল
(ছ) বিজনবালা
(জ) সুনীত

৫. শরৎকুমারী দেবী + কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ক) হরিমোহন
(খ) রামকমল (গুজে)